জবিতে উন্নয়নের নামে চলছে দুর্নীতির মহোৎসব

জোট সরকারের অনুগত ভিসি লোপাট করেছেন কোটি কোটি টাকা

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নের নামে চলছে দুর্নীতির মহোৎসব। বিদায়ী জোট সরকারের রেখে যাওয়া ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান তার অনুগত শিক্ষকদের মাধ্যমে লোপাট করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা। ভর্তিফরম থেকে আয় ও উন্নয়নের নামে প্রায় ৩ কোটি টাকা তিনিশ্চিত গরিপুট করেছে বলে জানা যায়। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেড় বছরে প্রায় ৫০ লাখ টাকার কাজ হলেও কোনটারই টেন্ডার দেয়া হয়নি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন দ্রব্যসামগ্রী দরপত্র আহ্বান ছাড়াই পানির দামে বিক্রি করে সরানো হয়েছে রাতের আঁধারে। তার বিরুদ্ধে যতই দেখা হোক ভিসির পদ থেকে তাকে সরানোর কারো ক্ষমতা নেই বলে জানালেন তিনি।

সূত্রমতে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্তমান ভিসি নিয়োগ হওয়ার পরই ৩৫ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজ। ২০০৬ সালের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাশ ও সেমিনার রুমের সংস্কারের জন্য প্রায় ১০ লাখ টাকার কাজ করা হয় কোন প্রকার টেন্ডার ছাড়া। ২০০৫-০১ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে আয় করা ১কোটি ৭২ লাখ টাকার কোন হিসাব দিতে পারেননি ভিসি কর্তৃক নিযুক্ত ভর্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য শেখ নূরুল আলম। ভর্তি ফরম থেকে আয়কৃত টাকার হিসাব সকল শিক্ষকের উপস্থিতিতে পেশ করার কথা থাকলেও ভিসি এবং তার একজন আত্মীয়জন তাঁদের অধীনেই রেখে দিয়েছেন সে হিসাব। এসব কারণেই ভিসির সাথে মতানৈক্য হওয়ায় ১ জন ডীন পদত্যাগ করেন। বর্তমান ভিসি ক্যাম্পাসের প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের সাথে একত্রে হয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের নামে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে মোটা অংকের টাকা তুলে নেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। সূত্রমতে গত রমজান মাসে ক্যাম্পাসে ইফতার মাহফিল বাবদ ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঐ টাকাটা হালাল করার জন্য ২৮ রমজান দুটি ছাত্র সংগঠনের মাত্র ৪০/৫০ জন নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে একটি আই ওয়াশ ইফতার মাহফিল করা হয়। এছাড়া ক্যাম্পাসে গত সরস্বতী পূজা উদযাপন করার জন্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা বাজেট করা হলেও পূজা উৎযাপন কমিটিকে দেয়া হয় মাত্র ৩০ হাজার টাকা। আর বাকি ৮০ হাজার টাকাই ছাত্রনেতাদের যোগসাজোশে ভাগ বাটোয়ারা হয়। ভিসির দুর্নীতি বা অনিয়ম নিয়ে যাতে আন্দোলন করতে না পারে সেজন্য তার একবছর কার্যমেয়াদে ছাত্রদলের প্রায় ২ শতাধিক নেতা-কর্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি মওকুফ ও পরীক্ষার ফি ও বেতন বাবদ দরিদ্র তহবিল থেকে বিভিন্ন সময় সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে, যদিও প্রকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভিসির অফিসের পাশেও ভিড়তে পারেনি। জানা যায়, উক্ত বিপ্লবীরা হয়েও ভিসির ভাতিজা ইতিহাস বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র শাহজালালের ভর্তি ফি, বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ফি, মাসিক বেতনসহ সকল প্রকারের পাওনা মওকুফ করে দেয়া হয়েছে ভিসির ক্ষমতা বলে। বর্তমান ভিসি তার বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে আড়াল করার জন্য আরেকজন দুর্নীতিবাজ আত্মজ হোসেনকে সহকারী অর্থ-পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যাকে কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে উত্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরিচালকের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলগেট ও প্রশাসনিক ভবনের দুটি সাইনবোর্ডের জন্য ব্যয় দেখানো হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এর থেকে ১২ হাজার টাকা ভ্যাট বাবদ কেটে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। আর বাকি ১ লাখ ৮ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে দুটি সাইনবোর্ড তৈরী বাবদ। কিন্তু এসব সাইনবোর্ড তৈরির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ কালে জানা যায় যে, ঐ দুটি সাইনবোর্ডে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে ঐ সাইনবোর্ড দুটির রং পরিবর্তন হয়ে এমন রং ধারণ করেছে যে, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তৈরী বলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

চলতি বছর সকল বিভাগের জন্য একটি করে ইলেক্ট্রনিক পানির ফিল্টার ক্রয় করা হয় টেন্ডার ছাড়াই।

ইনকিলাব : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন। ইনসেটে ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান

গত জানুয়ারী মাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে পরিচয়পত্র তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রমতে ২ লাখ বা ততোধিক টাকা ব্যয়ে কোন কাজ করতে চাইলে টেন্ডার আহ্বান করার নিয়ম থাকলেও কোন প্রকার টেন্ডার ছাড়াই একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে। ফলে এখানেও হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে প্রতিটি পরিচয়পত্র বাবদ ৫০ টাকা করে নেয়া হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজটি করানো হবে বলে কথা দিলেও টাকা লুট করার লক্ষ্যে নামসর্বস্ব কোন এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে। জানা যায়, এ পর্যন্ত ১০ হাজার আইডি কার্ড করা হয়েছে যার ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫ লাখ টাকা। তৈরিকৃত পরিচয়পত্রে অধিকাংশেই রয়েছে ভুলে ভরা। কোনটায় মোবাইল নম্বর ভুল, কোনটায় একজনের ছবি অন্য জনের নাম, আবার নাম ঠিক থাকলেও বাবার ভুল। এমন ভুলে ভরা পরিচয়পত্র অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ব্যবহার করতে নারাজ। এ বিষয়ে জবির ছাত্র লিমন কুমার হাওলাদার জানায়, তার নামের তিনটি অংশে রয়েছে তিনটি ভুল। তার মত কম করে হলেও হাজার জন ছাত্রের এমন অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ক্লাশরুমের জন্য তৈরী করা হয়েছে চেয়ার টেবিল আর এখানেও করা হয়েছে চরম দুর্নীতি। এগুলো তৈরীর জন্য দামী ও নতুন কাঠের মূল্য হিসেব করে নেয়া হলেও অধিকাংশ চেয়ার টেবিলে ব্যবহার করা হয়েছে পুরাতন ও নিম্নমানের কাঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম বিভিন্ন অনিয়ম ও ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে ভিসির নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন ও তৎকালীন ক্ষমতাশীল দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দ্বারা বিভিন্ন সময় হামলা চালিয়ে আহত করা হয়েছে দেড় শতাধিক সাধারণ শিক্ষার্থীকে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় ২০ জনকে।

এদিকে ভেঙ্গে ফেলা লাইব্রেরী ভবনের ৪১টি ফ্যান, ৩টি মটর, ৮টি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ৪০টি চেয়ার, [illegible] চেয়ার, ২টি স্ট্রিজ, ১টি ডাইনিং [illegible] আরো বেশকিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে মাত্র ৭২ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। মানুষের চোখে ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাইটগার্ড এবং কেয়াটেকার নুরুল আমিনকে ১১শ' টাকা ঘুষ দিয়ে রাতের আঁধারে ট্রাকে করে মালামালগুলো সরিয়ে নেয়া হয়। সেই নুরুল আমিনই এই ঘটনার কয়েকদিন পর কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করা ১ লাখ টাকার বৈদ্যুতিক তার চুরি করে বিক্রি করার সময় ধরা পড়ে। চুরির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে নুরুল আমিনকে চাকরিচ্যুত করে সাথে সাথে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয় ভিসি চক্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রতিবেদককে জানান, যে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন মালামাল ক্রয় বা বিক্রয় করতে চাইলে একটি কমিটি গঠন করতে হয়। ঐ কমিটি মালামাল বিক্রির জন্য মালামালের ধরণ ও পরিমাণ উল্লেখ করে পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করবেন, এবং সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট তা বিক্রি করবে এটাই নিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম বেশকিছু দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ হওয়ায় জবি ভিসি সাংবাদিকদের উপর বিক্ষুব্ধ হন। এছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে সুরাহার জন্য ডেকে সাংবাদিকদের ছাত্রত্ব বাতিল, মামলা করাসহ বিভিন্ন রকম হুমকি দেয়। এসময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে তোমরা যতকিছুই লেখ না কেন আমার অবস্থান থেকে সরানো কারো সাধ্য নেই। কারণ আমি এখানে নিজে আসিনি আমাকে আনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যেদিন আমার বিরুদ্ধে প্রথম লেখা বের হয় সেদিনই ঐসব সাংবাদিকদের ব্যাতানো দরকার ছিল তাহলে তারা পরবর্তীতে আমার বিরুদ্ধে আর লেখার সাহস পেত না, আর সেটা না করাই ছিল আমার বড় ভুল। বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, বর্তমান ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরীর একান্ত ঘনিষ্ঠজন, তার সহযোগেই তিনি জবিতে ভিসি হিসেবে যোগদান করেছেন। শোনা যায়, ভিসি বিভিন্ন জায়গায় হারিস চৌধুরীর দুলাভাই বলেও পরিচয় দেন, আর সে জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ভিসির কোন ব্যাপারেই মুখ খুলতে সাহস পাননি।

এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ড. আবু [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ছিলো ছোটখাট কাজ। বড় বড় সকল [illegible] টেন্ডার দেয়া হয়েছে। এবং বিক্রি করা [illegible] কোন দরপত্র আহবান ছাড়াই বিক্রি [illegible] অভিযোগ উঠেছে আসলে মালামালের পরিমাণ [illegible] হয়নি। আর দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে [illegible] কিছু টাকা বেশি পাওয়া যেত। ২০০৫-০৬ [illegible] ভর্তি ফরম বিক্রির টাকার লোপাট প্রসঙ্গে [illegible] বলেন, ঐখানে কিছু দুর্নীতি হয়েছে আমরা এ [illegible] ফার্ম দ্বারা অডিট করার চিন্তা-ভাবনা [illegible]

[illegible] দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপারে জবি ভিসি ড. [illegible] ইসলাম খান ইনকিলাবকে বলেন, গতবছর [illegible] থেকে আয়কৃত ১ কোটি ৭২ লাখ টাকার যে [illegible] হয়েছে তার সাথে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এ ব্যাপারে দায়িত্বে ছিলেন শেখ নুরুল আলম ও [illegible] রহমান। এবং ১৫ লাখ টাকা ব্যয় করে [illegible] করা হচ্ছে এটা আমার জানা ছিল না [illegible] ব্যয় হবে এটা জানার পর আপাতত কাজ বন্ধ [illegible] হয়েছে। এছাড়া তিনি এ প্রতিবেদককে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নেগেটিভ কিছু না লেখারও অনুরোধ করে বলেন, আমি দেশের অন্যান্য ভিসির মত বিলাসবহুল জীবন যাপন করি না। তাছাড়া আমি কোন বিশেষ দলীয় লোক হিসেবে নিয়োগ পাইনি।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 2007